بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করলো যুক্তরাজ্যের মিডল্যান্ড্স (মধ্যাঞ্চল) ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নাসেরাতুল আহমদীয়া সদস্যাবৃন্দ

"আল্লাহ্ তা'লাই আমাকে এ আসনে আসীন করেছেন। সুতরাং যখন আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এ অবস্থানে নিয়ে এসেছেন, এখন এটা আল্লাহ্‌রই কাজ। তিনিই আমাকে কথা বলিয়েছেন ..."
— হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

১২ সেপ্টেম্বর ২০২১, নাসেরাতুল আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের মিড্‌ল্যান্ড্স (মধ্যাঞ্চল) ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৩-১৫ বছর বয়সী সদস্যাদের সাথে এক ভার্চুয়াল অনলাইন সভা করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে তাঁর কার্যালয় থেকে এ ভার্চুয়াল সভার সভাপতিত্ব করেন, আর নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যাগণ বার্মিংহামের দারুল বারাকাত মসজিদে সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতসহ কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর নাসেরাতুল আহমদীয়ার সদস্যাগণ হুযূর আকদাসের কাছে ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের বিভিন্ন প্রশ্ন উপস্থাপনের সুযোগ পান।

একজন কিশোরী হুযূর আকদাসকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করেন যে, অতীতে নবীগণ ও খলীফাগণ ধর্মীয় নেতা হওয়ার পাশাপাশি রাজনৈতিক কর্তৃত্বেরও অধিকারী ছিলেন। তিনি জানতে চান আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা কখনো রাজনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করবেন কিনা।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) উত্তরে বলেন:

"অতীতে সকল নবীগণকেই রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। ইসলামে রসুলুল্লাহ্ (সা.) একজন নবী যাকে ধর্মীয় কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি ছিলেন শেষ নবী। তিনি মদীনায় হিজরতের পর রাষ্ট্র প্রধান ছিলেন, কিন্তু এর আগে

নয়। মক্কায় থাকাকালীন সময়ে তিনি ও তাঁর সাহাবীগণ নিষ্ঠুর নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হন। তাঁর মৃত্যুর পর, তাঁর চারজন 'খুলাফায়ে রাশেদীন' রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু বর্তমান প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর সময়ে, প্রতিশ্রুত মাহ্দী (আ.) নিজে অথবা তাঁর খলীফাগণ কেউই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন না।"

ভবিষ্যতের কোনো সময়ের প্রসঙ্গে, যখন ইনশাআল্লাহ্ কিছু সংখ্যক দেশে মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ মানুষ আহ্মদী মুসলমান হবেন, হযরত মির্যা মসরূর আহমেদ (আই.) বলেন:

"প্রতিটি দেশের সরকার তাদের কাজ করতে থাকবেন এবং সেই সময়ের খলীফা হবেন ঐ সকল দেশের আধ্যাত্মিক নেতা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে যে যদি দুটি মুসলিম দেশ অথবা মুসলিম দল একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে তাদের শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য চেষ্টা করা উচিৎ, এবং যদি তারা যুদ্ধ বন্ধ করে দেয় তবে এটি উত্তম ও মঙ্গলজনক। নতুবা, যে ব্যক্তি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে, যে অন্যায়ভাবে প্রতিবেশি রাষ্ট্রকে অথবা মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে, তখন তাকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে থামাও। (এমন পরিস্থিতিতে) যুগের খলীফা অন্য সরকারকে সেই অনুযায়ী কাজ করতে নির্দেশ দিবেন। যাহোক, যুগের খলীফা হবেন শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক নেতা। রাষ্ট্রসমূহের রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁর কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকবে না। কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধানগণ রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর দিক-নির্দেশনা নিয়ে থাকবে।"

অন্য একজন তরুণী হুযূর আকদাসের কাছে তাঁর কোনো কষ্টকর মুহূর্তের কথা এবং তিনি সেই সময়কে কিভাবে মোকাবেলা করেছিলেন তা জানতে চান।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কষ্ট জীবনের অংশ। কেন আমি এটি নিয়ে কথা বলব? যদি আমি বলি আমি কষ্টের সম্মুখীন হয়েছি, তার অর্থ হলো আমি ওয়াক্ফের (জীবন উৎসর্গীকরণ) তাৎপর্য বুঝতে পারিনি। তাই আমি তা বলতে পারি না। আমি কখনো কোনো কষ্টের মধ্যে পড়িনি। আমি সবসময় আল্লাহ্ তা'লার রহমত আমার ওপর দেখতে পাই।"

অন্য একজন শ্রোতা উল্লেখ করেন যে, তিনি শুনছেনে যে খলীফা নির্বাচিত হওয়ার আগে হুযূর আকদাস অনেক লাজুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, এবং কখনো বক্তৃতা দিতেন না। তিনি জানতে চান কিভাবে হুযূর আকদাস খলীফাতুল মসীহ্ হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হচ্ছেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটা আল্লাহ্ তা'লার কাজ। আমি আমার নিজের ইচ্ছা বা আকাঙ্খায় খলীফার পদে আসিনি। তিনিই আল্লাহ্ তা'লা যিনি আমাকে এই পদে নিয়ে এসেছেন। তাই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যখন আমাকে এই কাজে নিয়ে এসেছেন, এখন এটা তাঁর কাজ। তিনিই আমাকে প্রকাশিত করেন এবং বক্তৃতা দেওয়ান, এবং মানুষের সাথে কথা বলান এবং আমার সাথে মতভেদ বা বিতর্কে রত মানুষকে নিরব করে দেন। যদি আমি নিজের ভিতরে দেখি আমি কী, তবে আমি বলতে পারবো না যে আমি কারও প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারবোব। তিনিই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লা যিনি আমাকে এসব কাজ করার শক্তি দেন।"

নাসেরাতুল আহমদীয়ার অন্য একজন সদস্য হুযূর আকদাসের কাছে প্রশ্ন রাখেন যে আহ্মদী মুসলমানদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে কাজ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তোমাদের উচিত স্বল্প দূরত্ব ভ্রমণের সময় গাড়ি ব্যবহার না করতে চেষ্টা করা। এক্ষেত্রে হয় হাঁটো অথবা বাই-সাইকেল ব্যবহার করো। এছাড়া সাইকেল চালানো স্বাস্থ্যের জন্যও ভালো। প্রত্যেক আহ্মদী মুসলমানের মাথায় রাখা উচিত যে, তারা যেন প্রতিবছর দুটি করে গাছ লাগান। এভাবেই তোমরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার। যদি এখানে সম্ভব না হয়, তবে যারা অন্য দেশে ভ্রমণ করেন, তারা সেখানে গাছ লাগাতে পারেন। সুতরাং এভাবে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করতে পারি।"

তিমি মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ.) এর বেঁচে থাকার ঘটনা প্রসঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন উপস্থাপন করা হয়। একজন অংশগ্রহণকারী হুযূর আকদাসের কাছে জানতে চান যে, এটি কিভাবে সম্ভব কারণ অনেক বিজ্ঞানীরা মনে করেন কোনো মানুষের পক্ষে এমন পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকা অসম্ভব।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তাঁকে গিলে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু পবিত্র কুরআনে বলা হয়নি যে, তিনি মাছের পেটে তিন দিন ছিলেন। বাইবেলে এমন বলা হয়েছে। মাছটি তাঁকে গেলার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে বের করে দেয়।... তিনি সেখানে দীর্ঘ সময় থাকেননি। এমনকি তারপরও কুরআনে উল্লেখ আছে যে, তিনি যখন বাইরে বেরিয়ে আসেন তখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

তিনি অচেতন এবং আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিলেন, এবং কিছুক্ষণ পর তিনি চেতনা ফিরে পান এবং বেঁচে যান। সুতরাং বিজ্ঞানীরা এজন্য বলেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে পারেন না, কারণ বাইবেলের বর্ণনামতে তিনি তিন দিন মাছের পেটে বেঁচে ছিলেন। তাদের এ দাবি যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না যে, তিনি সেখানে তিনদিন ছিলেন। তাকে গলাধঃকরণের সাথে সাথেই মুখ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল।"

আরেকজন ব্যক্তি প্রশ্ন রাখেন যে মতামত প্রকাশের মানদণ্ড পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা তরুণদের মতপ্রকাশকে অপমানজনক হিসেবে দেখেন। তিনি এ বিষয়ে হুযূর আকদাসের উপদেশ প্রার্থনা করেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"আমাদেরকে উত্তম নৈতিকতা শিখতে হবে। পিতা-মাতা, ভাই-বোন অথবা অন্য আত্মীয়-স্বজন যাদের সাথেই কথা বলি না কেন আমাদের উত্তম নৈতিকতাকে বিসর্জন দিলে চলবে না। উত্তম নৈতিকতা বলতে বোঝায় তোমাকে অন্য ব্যক্তিকে, তোমার বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে এবং ভাই-বোনদেরকেও সম্মান দিতে হবে। তোমার ভাই-বোন, বন্ধু-বান্ধব ও পিতা-মাতার প্রতি বিনয়ী ও দয়ালু হও। সুতরাং তুমি যদি উত্তম নৈতিকতা প্রদর্শন কর, তবে এটিই হবে ইসলামিক পন্থা।"

সাধারণভাবে, বাক্ স্বাধীনতার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বাক স্বাধীনতা মানে এই নয় যে তুমি অন্য ব্যক্তিকে অপমান করতে আরম্ভ করবে, অথবা যেমনটি পশ্চিমা বিশ্বে বলা হয়ে থাকে যে, যেহেতু সেখানে বাক স্বাধীনতা আছে, এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে তাই তুমি রসূলুল্লাহ (সা.) এর ব্যঙ্গচিত্র ও কার্টুন ছাপতে পার। এটি উত্তম নৈতিকতা নয়। তারা পরস্পর-বিরোধী অবস্থানে রয়েছে। যখন ফরাসী রাজনৈতিক নেতারা রাসুল (সা.) এর ব্যঙ্গচিত্র ছাপে তখন বলা হয় এখানে বাক ও মত প্রকাশের অধিকার আছে তাই কারও উচিৎ না তাদেরকে থামানো। অন্যদিকে, যখন তারা ফরাসী প্রেসিডেন্টকে নিয়ে কার্টুন ছাপে তখন সেখানে হৈচৈ শুরু হয়ে যায়। কেন? এর অর্থ এই যে, তারা নিজেরাও বিশ্বাস করে যে এটি উত্তম নৈতিকতা নয়, কিন্তু তাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যের জন্য নৈতিকতার মানদণ্ড ভিন্ন।"